সত্যের প্রকাশ

সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরি (রহঃ)

হেদায়েত হচ্ছে একটা আয়নার মতো যার ওপর
পবিত্রতার আলো পড়লে তা থেকে
আলোর প্রতিফলন হয়

সূফী

ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক একটি সংকলন

ভাদ্র ১৪২৩, আগস্ট ২০১৬, জিলকদ ১৪৩৭

** প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ প্রণীত হযরত সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরির (রহঃ) সঙ্গে ধর্ম ও দর্শনকেন্দ্রিক কথোপকথন "সংলাপ সমগ্র" গ্রন্থটি পুনরায় ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক সংকলন 'সূফী'-তে ধারাবাহিক ছাপা হচ্ছে। তাঁর (প্রফেসর হারুন-উর-রশিদ) সদয় অনুমতি নিয়েই আপনাদের সামনে আবার 'সংলাপ'গুলো প্রকাশ করা হচ্ছে। **

ইলম যখন আলেমের শত্রু হয়

আমীন : আপনি বলেছেন কখনো কখনো বিদ্যা মানুষের শত্রু হয়ে যায়। কথাটা আমার কাছে অসাধারণ মনে হচ্ছে।

গুরু : অসাধারণ কি না জানি না, তবে যারা আলেম, যারা বিদ্বান তাদের জীবনে এমনটা হওয়া বিচিত্র নয়।

আমীন : কেন হুজুর?

গুরু : (হেসে) কেন আবার! চোর তো সুরক্ষিত বাড়িতেই চুরি করতে আসে। যে বাড়ির ছাদ নেই সে বাড়িতে চোর এসেছে এমনটা শুনেছো কখনো? বিদ্বান বা আলেম একটা সুরক্ষিত বাড়ির মতোই– আর সে বাড়িতে ধন আছে বলেই শয়তান তাতে চুরি করতে আসে। ইমান হচ্ছে মানুষের সম্পদ আর তার ওপর শয়তানের লোভ বড় বেশি। শয়তানের কৌশলের অভাব নেই। সে আলেমের চোখে প্রবেশ করে। ক্বালবে প্রবেশ করে। তার ব্রেনে প্রবেশ করে। আলেম তখন ভ্রান্ত জিনিসকেই বিদ্যার অহঙ্কারে সত্য বলে মনে করে। মূর্খের একটা সুবিধা আছে। তাকে বোঝালে বুঝবার চেষ্টা করে। কিন্তু বিদ্বান তার অহঙ্কারে অন্ধ। অন্ধকারকে যে ইচ্ছে করে আলো মনে করে তাকে আর বোঝানো যায় না কিছুই। আলেমের বিপদটা সেখানেই। একবার রাসুলে পাক (সা.) বলেছিলেন যে, এমন একটা সময় আসবে যখন তোমাদের বিদ্যা তোমাদের শত্রু হয়ে যাবে। একথা শুনে সাহাবিদের মধ্যে যাঁরা বিদ্বান তাঁরা খুব পেরেশান হলেন। তাঁরা বিনীতভাবে বললেন– হুজুর আমরা তো আল্লাহর নৈকট্য কামনা করি। কিন্তু আমাদের বিদ্যা যদি আমাদের শত্রু হয়ে যায় তাহলে আমরা আল্লাহর কুরবিয়াত বা নৈকট্য লাভ করবো কীভাবে? হুজুর পাক (সা.) কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। তোমরা জানো রাসুলে করিম (সা.) আল্লাহর ইঙ্গিত ছাড়া কোনো কথা বলতেন না– ওয়ামা ইয়ানতিকু আনিল হাওয়া ইন হুয়া ইল্লা ওয়াহইয়ুঁই ইয়ুহা- (সুরা নাজম, আয়াত নং-৩, ৪) অর্থাৎ রাসুল প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না, কুরআন হচ্ছে ওহি যা অবতীর্ণ হয়। [বাইবেলেও এ কথারই ইঙ্গিত পাই– Howbeit when he, the spirit of truth is come, he will guide you into all truth: for he shall not speak of himself but whatsoever he shall hear, that he shall speak and he will show you things to come (St Jhon chap 16).] যাহোক কিছুক্ষণ পর তাঁর ওপর প্রত্যাদেশ হলো– ইয়া আইয়্যুহাল্লাযি-না আ-মানুত্তাকুল্লা-হা ওয়াব্‌তাগু ইলাইহিল ওয়াসি'লাতা ওয়াজা-হিদু ফি সাবি'লিহি লায়াল্লাকুম তুফলিহুন (সুরা মায়েদা, আয়াত নং-৩৫)। অর্থাৎ হে ইমানদাররা তোমরা একমাত্র আল্লাহকে ভয় করবে এবং আমার কাছে আসার জন্য তোমরা মাধ্যম খুঁজে নেবে এবং এ পথে সাধনা করো যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো। এই মাধ্যমের ব্যাখ্যা তফসিরকাররা দিতে গিয়ে বলেছেন– এ মাধ্যম হচ্ছে আল কুরআন। কেউ বলেছেন এ মাধ্যম হচ্ছে আল্লাহর খাস বান্দা বা ওলি। সেই থেকে বায়াত হওয়ার রীতি চালু হয়– সেটাই আল্লাহকে পাবার বিশেষ সাধনা। মদিনা মুনাওয়ারায় সেদিন থেকে যে বায়াতের রীতি চালু হয় তার নাম হচ্ছে বাইয়াতে রিদওয়ান।

যাহোক আমরা বিদ্যার অহঙ্কারের কথা বলছিলাম। যখন বিদ্যা অহঙ্কার হয়ে তোমার চোখকে অন্ধ করে দেবে তখন সে ভুল বুঝতে পারলে তোমরা সেই মাধ্যমের শরণাপন্ন হবে। কোনো বুজুর্গ ওলির আশ্রয় পেলে দেখবে শয়তানের প্ররোচনা তোমাকে অন্ধ করতে পারছে না। তবে এই পীরি-মুরিদি খুব সহজ ব্যাপার নয়। সত্যিকারের বুজুর্গের সান্নিধ্য লাভ সে তো এক মহাসৌভাগ্যের ব্যাপার। এটাও এক প্রেমের খেলা বলতে পারো। আমার একটা উর্দু গজলে আমি একবার লিখেছিলাম– সমঝ কে হাত বারহা দোস্তি কা এ্যায় নাদাঁ/কে দোস্তি করকে নিভানা কোই মজাক নেহি–হে অকৃতজ্ঞ, বন্ধুত্বের হাত বুঝেশুনে বাড়িয়ো/কারণ বন্ধুত্ব করে সম্পর্কোচ্ছেদ করা তামাশার ব্যাপার নয়। পীরি-মুরিদি রাসুলে পাকের সুন্নত– তাঁর সময় থেকেই এ রীতি চালু হয়েছে। তবে সেটা আজকালের পীরদের মতো নয়। আজকাল তো শুনি পীররা মুরিদের কাছে হাত পাতে। রাসুলে পাক এটা করতেন না। তিনি পরিশ্রম করে, ব্যবসা করে নিজের জীবিকা নির্বাহ করতেন। যাহোক এবার পীরি-মুরিদি সম্পর্কে একটা গল্প বলি শোন। পাঞ্জাবে লাহোরের অদূরে কাসোর বলে একটা জায়গা আছে। সেখানে একটা নদী আছে এবং নদীর তীরে একটা মাজার আছে। এ মাজারের বুজুর্গের নাম হচ্ছে দৌলা শাহ ওলি (রহ.)। তাঁর একজনই মুরিদ ছিল। সেই মুরিদকে নিয়ে নদীর ওপারে গেলেন আসরের নামাজের পর। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসলো। মুরিদ ফেরার জন্য অস্থির হলেন। নদীর ঘাটে এসে তারা দেখলেন নৌকা নেই। মুরিদ গেলেন ঘাবড়ে। কিন্তু পীর তাকে আশ্বস্ত করলেন। বললেন, আল্লাহ সঙ্গে আছেন দেখোই না কীভাবে পার হই। তিনি নিজের গায়ের চাদর পানিতে বিছিয়ে দিলেন। চাদরটা ডুবলো না। শক্ত পাতের মতো হয়ে থাকলো। এতে তিনি উঠে দাঁড়ালেন। মুরিদকেও তুললেন। মুরিদকে বললেন, তুমি এক কাজ করো– তুমি আমার নাম জপ করো, ইয়া দৌলা, ইয়া দৌলা। মুরিদ তাই করতে থাকলেন। চাদরটিও পানিতে চলতে থাকলো। মাঝ নদীতে আসতেই শয়তান তাকে প্ররোচনা দিলো। বললো– এই যে তুমি দৌলা দৌলা করছো, এতো শিরক, মহাপাপ। দেখছো না তোমার পীর মওলা মওলা করছেন। তুমিও তাই করো। এই না শুনে মুরিদ যেই মওলা বললো অমনি চাদর থেকে পড়ে গিয়ে মুরিদ ডুবে গেলো। ওদিকে দৌলা সাহেব দেখেন মুরিদ পানিতে। তিনি বুঝতে পেরে তাকে টেনে তুললেন। ওপারে নিয়ে গিয়ে বললেন– ওহে তুমি তো আগে দৌলা পর্যন্ত পৌঁছাবার চেষ্টা করো, তবে তো মওলার সন্ধান পাবে। সুতরাং বুঝতেই পারছো মুরিদ হওয়া সহজ ব্যাপার নয়। আর মুরিদের পক্ষে সবচেয়ে বড় বিপদ হচ্ছে বিদ্যার অহঙ্কার। মুর্শিদকে বাদ দিয়ে বিদ্যা যদি তাকে মুর্শিদের শিক্ষা সম্পর্কে সন্দিহান করে তোলে তাহলেই তার সাধনার ইতি। তাই মওলা পর্যন্ত পৌঁছাতে হলে দৌলাকে আগে চিনবার চেষ্টা করতে হবে। তাহলেই দেখবে বিদ্যা তোমার শত্রু হবার সুযোগ পাবে না। আর তখনই দেখবে তোমার মন্‌জিল খুব দূরে নয়। ■

কিতাব আল হু

মূল: ইবনুল আরাবি, ভাষান্তর: ইমদাদ হুসেইন খান

ইবনুল আরাবি (জন্ম ২৭ অথবা ২৮ জুলাই ১১৬৫, ওফাত ১০ নভেম্বর ১২৪০) ছিলেন একজন আরব সুফি সাধক, লেখক ও দার্শনিক। সুফিতত্ত্বে তার অনবদ্য অবদানের কারণে তিনি শেখ আল আকবর মুহিউদ্দিন ইবনুল আরাবি নামেই সমধিক পরিচিত। আন্দালুসিয়া বা বর্তমান স্পেনের মুর্সিয়া নগরীতে জন্মগ্রহণ করায় তাকে আন্দালুসি ও আল-মুর্সি বলা হয়। তাছাড়া তিনি দামেস্কে মৃত্যুবরণ করায় ডাকা হয় দামেস্কি। অন্যদিকে ইয়েমেনের প্রসিদ্ধ দাতা হাতেমতাই তার পূর্বপুরুষ হওয়ায় আল-হাতেমি এবং আল-তাই উপনামেও তাঁর প্রসিদ্ধি রয়েছে। ইবনুল আরাবির বুদ্ধিবৃত্তিক প্রশিক্ষণ ৫৭৮ হিজরি সালে শুরু হয়। তাঁর শিক্ষকদের অধিকাংশই আলমোহাদ যুগের বুজুর্গ ছিলেন। ইবনুল আরাবি ৫৯৮ হিজরিতে হজ পালন করেন। তিনি তিন বছরের জন্য মক্কায় বসবাস করেছেন। মক্কায় থাকাকালীন তিনি আল ফুতুহাত আল মাক্কিয়া লেখা শুরু করেন। সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে তাঁর রওজা অবস্থিত।

পূর্ব প্রকাশের পর

মহান আল্লাহর তত্ত্বজ্ঞানকে {মারিফত} অস্তিত্বের-বিনাশন {ফানাউল ওজুদ} এবং বিনাশের-বিনাশের {ফানাউল ফানা} সঙ্গে সম্পৃক্ত করাটা শিরকের প্রকাশ। কেননা যখন তুমি মহান আল্লাহর তত্ত্বজ্ঞানকে {মারিফত} অস্তিত্বের-বিনাশন {ফানাউল ওজুদ} এবং বিনাশের-বিনাশের {ফানাউল ফানা} সঙ্গে সম্পৃক্ত করলে তখন আল্লাহ ভিন্ন অন্য অস্তিত্ব [প্রতিষ্ঠিত] হলো এবং যেটা তাঁর বিপরীত। আর এটা পরিষ্কার শিরক। কেননা নবী (সা.) বলেছেন, 'যে তার সত্তাকে অবগত হলো সে তার সত্তাকে জানলো।'

এখানে এটা বলা হয়নি যে, যে তার সত্তাকে বিনাশ {ফানা} করলো সে তার রবকে [প্রভু] জানলো। আর ভিন্ন-সত্তার প্রতিষ্ঠাকরণ তার বিনাশকে {ফানা} প্রত্যাখ্যান করে। যে জিনিসটা তার প্রতিষ্ঠাকরণকে সাব্যস্ত করতে পারে না সেটা তার বিনাশকেও সাব্যস্ত করবে না। তোমার অস্তিত্ব কোনো বস্তু নয়, আর কোনো অবস্তুকে কোনো বস্তুর দিকে সম্পৃক্ত করা যায় না [হোক সেটা] বিনাশিত অথবা অবিনাশিত।

নবী {সা.}-এর আরেকটি বাণী

নবী (সা.) ইশারা করেছেন যে, তুমি এখন অনস্তিত্বান যেমনটি তুমি সৃষ্টির পূর্বে অনস্তিত্বান ছিলে। নবী (সা.)-এর বাণী, 'আল্লাহ আছেন তাঁর সঙ্গে কেউ নেই...।'

অসীম নিয়ে আলোকপাত এবং আল্লাহর শরিকবিহীনতা

[এই] মোতাবেক এখনকার-মুহূর্ত {আল-আন} হচ্ছে অতীত-অসীম {আযাল} আবার এখনকার-মুহূর্ত {আল-আন} হচ্ছে ভবিষ্যৎ-অসীম {আবাদ}। এখনকার-মুহূর্ত {আল-আন} হলো চিরন্তন। অতীত-অসীম {আযাল} এবং ভবিষ্যৎ-অসীম {আবাদ}, চিরন্তনের কোনো প্রকার অস্তিত্ব ছাড়াই আল্লাহই অতীত-অসীমের {আযাল} এবং ভবিষ্যৎ-অসীমের {আবাদ}, চিরন্তনেরও অস্তিত্ব। আর এরূপ না হলে তিনি শরিকবিহীন একক সত্তা হবেন না আর এটা আবশ্যক যে, তিনি শরিকবিহীন একক সত্তা। সেই কেবল তাঁর শরিক হতে পারে, যে আল্লাহর অস্তিত্ব ছাড়াই নিজ থেকে অস্তিত্ববান হবে। এভাবে সে দ্বিতীয় প্রভুতে {রব} পরিণত হবে। আর এটা অসম্ভব।

আল্লাহর শরিকবিহীনতা এবং সমস্ত কিছুর অনস্তিত্বতা

আল্লাহর কোনো শরিক নেই, নেই কোনো সমতুল্য আর কোনো সদৃশ। যে আল্লাহর সঙ্গে কোনো বস্তু বা আল্লাহ থেকে কোনো বস্তু অথবা আল্লাহর মাঝে কোনো বস্তু দেখে আর সেই বস্তুটিকে রবুবিয়াত দ্বারা আল্লাহর সঙ্গে সম্পৃক্ত করে [আর] এর মাধ্যমে একইভাবে সেই বস্তুটিকে রবুবিয়াত দ্বারা আল্লাহর সঙ্গে অংশী হিসেবে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে। আর যে আল্লাহর সঙ্গে কোনো জিনিসকে বৈধ করলো আর সেটা নিজ সত্তা দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হোক কিংবা তাঁর [আল্লাহ] দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হোক আর হোক সেটা তার অস্তিত্ব থেকে বিনাশিত বা তার বিনাশ থেকে বিনাশিত হোক, [যে এই বিশ্বাসটি প্রতিষ্ঠা করলো বা মেনে নিলো] সে তো সত্তার-তত্ত্বজ্ঞানের {মারিফত} গন্ধ থেকে বহু বহুদূরে অবস্থান করছে।

কেননা যে তিনি [আল্লাহ] ভিন্ন অন্য কারো অস্তিত্ব বৈধ করলো যেটা তাঁর [আল্লাহ] দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হবে বা তাঁতে [আল্লাহতে] প্রতিষ্ঠিত হবে [তারপর] বিনাশিত হবে এবং তারপর তার এক বিনাশ আরেক বিনাশে পরিণত আর এভাবে বিনাশের-বিনাশের এক ক্রমবর্ধমান ধারা চলতে থাকবে আর যেটা শিরকের ওপর শিরক। আর তার জন্য সত্তার কোনো তত্ত্বজ্ঞান {মারিফত} নেই। যেহেতু সে শিরক করেছে [তাই সে] আল্লাহর তত্ত্বজ্ঞানী হয়নি। না হয়েছে তার সত্তার [তত্ত্ব-জ্ঞানী]।

(এরপর পৃষ্ঠা ৩)

(২-এর পৃষ্ঠার পর)

কিছু প্রশ্ন এবং তার উত্তর

যদি কেউ বলে, সত্তার তত্ত্বজ্ঞান {মারিফত} এবং আল্লাহর তত্ত্বজ্ঞানের {মারিফত} পথ কীভাবে পাওয়া যাবে?

এর উত্তর:
এই দুটি তত্ত্বজ্ঞানের পথ হলো এটা জানা যে, মহামহিম সত্তাময় আল্লাহ ছিলেন এবং তাঁর সঙ্গে কোনো কিছুই ছিল না এবং তিনি এখন আছেন যেমনটি তিনি ছিলেন।

এরপর যদি প্রশ্নকারী বলে, আমি আমার সত্তাকে আল্লাহ ভিন্ন অন্য-সত্তা হিসেবে দেখি আর আল্লাহকে আমার সত্তা হিসেবে দেখি না!

এর উত্তর, নবী (সা.) সত্তা {নফস} দ্বারা তোমার অস্তিত্ব, তোমার মূলকে ইশারা করেছেন, আর তিনি এর দ্বারা লাওয়ামা, আম্মারা এবং মুতমায়িন্না নামে নামকৃত সত্তার দিকে ইশারা করেননি। বরং সত্তা {নফস} দ্বারা তিনি মহাম-হিম সত্তাময় আল্লাহ ব্যতীত সমস্ত কিছুকে ইশারা করেছেন।

আল্লাহ ভিন্ন বস্তুসমূহের মানে কী?

নবী (সা.) বলেছেন,
'হে আল্লাহ বস্তুসমূহকে আমাকে সেভাবে দেখাও যেভাবে তারা ঔজ্জ্বল্যমান।'

'বস্তুসমূহ' {আশইয়া} দ্বারা তিনি মহান আল্লাহ ভিন্ন [সমস্ত] জিনিসের দিকে ইশারা করেছেন। এর মানে দাঁড়াচ্ছে যে, তোমার বাহিরের জিনিস সম্পর্কে তুমি [আল্লাহ] আমাকে জ্ঞাত করো যাতে আমি বস্তুসমূহকে জানতে এবং বুঝতে পারি। [জানতে এবং বুঝতে পারি যে] বস্তু কী জিনিস? সেটা কি তুমি, না তুমি ভিন্ন অন্য জিনিস। না সেটা চিরায়ত আর না সেটা সসীম, না সেটা প্রতিষ্ঠিত আর না সেটা নাশময়।

এরপর আল্লাহ তাঁকে বস্তুসমূহের অস্তিত্ব ছাড়াই তাঁর সত্তা ভিন্ন জিনিসকে দেখান, আর এভাবেই তিনি বস্তুসমূহ যেরূপ সে অবস্থায় দেখতে পান। এর মানে এই যে, তিনি কোনোরূপ ধরন, আকার এবং নাম ছাড়াই বস্তুসমূহকে আল্লাহর সত্তা [যাত] হিসেবে দেখতে পেয়েছেন। আর 'বস্তুসমূহ' নাম দিয়ে সত্তা এবং এটা ভিন্ন জিনিসসমূহকে আওতাভুক্ত করে। সত্তার অস্তিত্ব এবং বস্তুসমূহের অস্তিত্ব জিনিস হিসেবে একই। যখন বস্তুসমূহের তত্ত্বজ্ঞান জানা হবে তখন সত্তার তত্ত্বজ্ঞানও জানা হবে। যখন সত্তার তত্ত্বজ্ঞান জানা হবে তখন প্রভুর তত্ত্বজ্ঞানও জানা হবে।

আল্লাহ 'বাহির' এর মানে কী?

আর যে ধারণা করছে যে, সে আল্লাহর বাহিরে বরং সে তো আসলে আল্লাহর বাহিরে নয়। কেননা আল্লাহর উৎস আল্লাহ ভিন্ন কেউ নয়। কিন্তু তুমি তাঁকে জানো না, তাঁকে দেখো না এবং [তুমি এও] জানো না যে, তুমি তাঁকে দেখছো। আর এই রহস্য যখন তোমার জন্য উন্মোচিত হবে, তখন তুমি জানবে যে, তুমি আল্লাহর বাহিরে ছিলে না। আর জানবে যে, তুমি তোমার লক্ষ্য ও অন্বেষা তোমার প্রভুকে সন্ধানের পথে। তুমি তখন অবগত হবে যে, তুমি বিনাশের {ফানা} সঙ্গে সম্পৃক্ত নও আর নও বিনাশের-বিনাশের {ফানাউল ফানা} সঙ্গে। তুমি ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না, না তুমি লুপ্ত হবে কোনো সময় বা কোনো কালে। যেমনটি আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

সমস্ত বস্তুই ধ্বংসশীল কেবল তাঁর চেহারা ব্যতীত

সুরা কাসাস / ৮৮

তোমার কোনো অস্তিত্ব নেই কেবল আল্লাহরই অস্তিত্ব আছে

তোমার সমস্ত গুণাবলি তাঁরই গুণাবলি। তত্ত্বজ্ঞান লাভ করলে কোনোরূপ দ্বিধা ছাড়াই [তুমি দেখবে যে] তোমার প্রকাশ্যতা তাঁরই প্রকাশ্যতা, তোমার গোপনীয়তা তাঁরই গোপনীয়তা, তোমার আরম্ভ তাঁরই আরম্ভ, তোমার শেষ তাঁরই শেষ। এরপূর্বে তুমি তোমার গুণাবলিকে তাঁর গুণাবলি হিসেবে দেখতে পাবে না। তুমি তাঁতে পরিণত হওয়া এবং তিনি তোমাতে পরিণত হওয়া ছাড়াই তুমি তোমার সত্তাকে তাঁরই সত্তা হিসেবে দেখবে না [আর সেটা] অল্প বা বেশিই হোক। প্রকাশ্য এবং গোপন [সকল ক্ষেত্রেই] 'সমস্ত বস্তুই ধ্বংসশীল কেবল তাঁর চেহারা ব্যতীত'– (সুরা কাসাস:৮৮)।

এর মানে এই যে, তিনি ভিন্ন কোনো কিছুই অস্তিত্ববান নয়, তাঁর অস্তিত্ব ভিন্ন অস্তিত্ব নেই। সমস্ত জিনিসই ধ্বংসের সঙ্গে সম্পৃক্ত কেবল প্রতিষ্ঠিত তাঁরই চেহারা [সত্তা]।

এর মানে, কিছুই অস্তিত্ববান নয় কেবল তাঁর সত্তা {ওয়াজহু} ব্যতীত।

(চলবে)

আত্মার গহিনে স্রষ্টার উপলব্ধি

শেখ মুহাম্মদ সা'ঈদ আল-জামাল আর-রিফাই আস-সাজিলি

শেখ মুহাম্মদ সা'ঈদ আল-জামাল আর-রিফাই আস-সাজিলি (১৯৩৫ - ২০১৫) হযরত মুহম্মদ (সা.) এর বংশধর এবং সাজিলিয়া সুফি তরিকার একজন মুর্শিদ ছিলেন। জেরুসালেমস্থ সুফি কাউন্সিলের তিনি প্রধান এবং দীর্ঘদিন মসজিদ আল-আকসার প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তার রওজা মোবারক পবিত্রভুমি ফিলিস্তিনের জেরুজালেমে অবস্থিত। এই লেখাটি তার 'মান 'আরাফ নাফসাহু 'আরাফ রাব্বাহু' বইটি থেকে অনূদিত। অনুবাদ করেছেন সাদিক মোহাম্মদ আলম।

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

ঈসা নবী বলেছেন, "এই দুনিয়াকে তোমার প্রভু হিসেবে মনে করো না; করলে এটা তোমাকে তার দাস হিসেবে বন্দি করবে। তোমার ধন-সম্পদ কেবল তার কাছেই রাখো যে সেটা কখনো হারাবে না; কেননা যারা এই দুনিয়ার সম্পদের অধিকারী তারা সবসময় সেই সম্পদ কখন ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই আশঙ্কায় থাকে, কিন্তু ঐশ্বরিক সম্পদের অধিকারীরা তাদের সম্পদের ক্ষতির আশঙ্কা থেকে মুক্ত।"

হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেছেন, "বিশ্বাসী সবসময় দুটি ভয়ের মধ্যে দোদুল্যমান; এক হলো তার অতীতের ভয় কেননা সে জানে না আল্লাহ সেগুলোর কী বিচার করবেন আর দ্বিতীয়টি হলো ভবিষ্যতে যা বাকি আছে কেননা সে জানে না আল্লাহ তার জন্য কী আদেশ করবেন। সুতরাং বান্দা যেন তার আত্মাকে নিজের জন্য, তার এই দুনিয়াকে আখিরাতের জন্য, যৌবনকে বার্ধক্যের জন্য এবং জীবনকে মৃত্যুর জন্য বিনিয়োগ করে; কেননা এই নশ্বর দুনিয়া তৈরি করা হয়েছে আপনার জন্য এবং আপনাকে তৈরি করা হয়েছে আখিরাতের অসীম জীবনের জন্য। যাঁর হাতে আমার আত্মা তাঁর কসম যে মৃত্যুর পর কারো কাছ থেকে কোনো অজুহাত শোনা হবে না এবং এই নশ্বর দুনিয়ার পরে বেহেশত ও দোজখ ছাড়া আর কিছুই নেই।"

জেনে রাখা প্রয়োজন যে অর্থ এর অধিকারীর জন্য ক্ষতির অন্যতম কারণ হতে পারে এবং আখেরাতে তার ধ্বংসের জন্য যথেষ্ট। কেননা অর্থ যদি ব্যবহৃত হয় স্রষ্টার আদেশ অমান্য করে নিষিদ্ধ কাজের জন্য এবং নফসের দুর্নীতি ও চাহিদাকেই কেবল মেটানোর জন্য। টাকা বা অর্থ যেন ব্যবহৃত হয় মহান আল্লাহ সুবহানুহুয়াতা'লার সন্তুষ্টির জন্য। যে ব্যক্তি অর্থ উপার্জন করলো এবং তা খরচ করলো খাবার, পানীয় এবং নিজেকে সাজাতে অথচ আল্লাহ তার ওপরে যা অবশ্য কর্তব্য হিসেবে করার জন্য আদেশ দিয়েছেন তা করলো না, যেমন সদকা, দান বা জাকাত দেওয়া, দরিদ্র ও ক্ষুধার্তকে অন্ন দান, যার নেই তাকে সাহায্য করা– সেক্ষেত্রে সেই ধনসম্পদ বা টাকার দীর্ঘস্থায়ী কোনো উপকার হবে না। অন্য দিকে সে যদি কাউকে ছোট না করে মানুষের যে হক তা আদায় করে, আল্লাহর কোনো বান্দার প্রতি অহংকার না করে তবে সে সফলকাম হবে। আল্লাহ তার ওপরে সন্তুষ্ট থাকবেন, তাকে সম্মানিত করবেন এবং আল্লাহকে কামনা করে সে যা আগেই প্রেরণ করেছে তার বিনিময়ে তাকে জান্নাতে প্রবেশ করতে বলা হবে।

জেনে রাখা প্রয়োজন যে সৎভাবে উপার্জিত অর্থ যা আল্লাহর আদেশানুসারে গরিব ও মিসকিনদের জন্য ব্যবহৃত হয় তা কল্যাণকর। অর্থ নিজে থেকে ভালো বা মন্দ নয়, ভালো এবং মন্দ নির্ধারিত হয় মানুষের অভ্যন্তরে। যদি সে ভালো কাজে তা ব্যয় করে তবে তা থেকে কল্যাণ আসে, অন্যথায় যদি সে খারাপ পথে তা ব্যয় করে তবে তা তার জন্য বিপদের। আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "দোজখের আগুন মানুষের খামখেয়ালিময় ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা দ্বারা ঢাকা এবং জান্নাত কঠিন প্রচেষ্টা ও কষ্টসাধ্য কাজের দ্বারা ঢাকা।" এখানে 'ঢাকা' বলতে তিনি লুক্কায়িত বুঝিয়েছেন। এর অর্থ হলো যে কেবলমাত্র তার নফসের তাড়না, ইচ্ছাকে অনুসরণ করবে সে তার কর্মের দ্বারা দোজখের আগুনেই পতিত হবে, যদিও সে দোজখের আগুন দেখতে পায় না; অন্য দিকে যে তার দুনিয়াবি চাহিদা ও আকাঙ্ক্ষা কষ্টের সঙ্গে ধৈর্যধারণ করে প্রতিহত করে এবং পুরো বিষয়টি আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করার অনুমতি দেবেন।

একজন সাহাবি বর্ণনা করেন, "একদা আমি রাসুলের কাছে এসেছি যখন তিনি কিছু পাঠ করছিলেন। যখন তাঁর পাঠ শেষ হলো, তিনি বললেন, "আল্লাহ বলেছেন, ও আদমের সন্তানেরা! তুমি বলো আমার টাকা, আমার সম্পদ, আমার ধন-দৌলত। কিন্তু তোমার নিজের বলতে এমন কিছু আছে একমাত্র তা ছাড়া যা তুমি খেয়েছো, যা তুমি ব্যবহার করেছো, যে পোশাক তুমি পরে ফেলেছো এবং পরে পুরনো করেছো এবং যা তুমি অন্যকে দান করেছো এবং দানের মাধ্যমে তুমি তা আখেরাতের জন্য জমা করেছো।" এবং তিনি আরো বলেন, "ধনী হওয়া মানে এটা নয় যে তোমার অনেক সম্পদ আছে, সত্যিকারের ধনী অর্থ যা আছে তা নিয়েই একজনের অন্তরে পরিতৃপ্তি ও সন্তুষ্টি থাকা।" সুতরাং ধনী মানে এই নশ্বর পৃথিবীর ক্ষয়িষ্ণু জিনিসের প্রাচুর্য নয়, বরং ধনী অর্থ একজন ব্যক্তির জন্য আল্লাহ যা দিয়েছেন তাকে খুশির সঙ্গে গ্রহণ করে নেওয়া।"

আল্লাহর রাসুল আরো বলেন, "পাঁচটি ব্যাপার ঘটার আগে পাঁচটি জিনিসের সঠিক ব্যবহার করতে ভুলো না। বৃদ্ধ বয়সের আগে যুবা বয়স, অসুস্থতার আগে সুস্বাস্থ্যের, সম্পদ হারানোর আগে সম্পদের সঠিক ব্যবহার, ব্যস্ত হয়ে ওঠার আগে অবসরের এবং মৃত্যুর আগে নিজের জীবনের।" তাঁর মূল্যবান উপদেশ "সম্পদ যা তোমাকে বিপথগামী করতে পারে, স্রষ্টাকে স্মরণ করাকে ভুলিয়ে দেওয়ার মতো দারিদ্র্য অথবা এমন অসুস্থতা যা তোমাকে দুর্নীতিগ্রস্ত করে, চলৎশক্তিহীন অসুখ অথবা মৃত্যু– এই নশ্বর পৃথিবীতে তোমার জন্য এরাই কেবল অপেক্ষমাণ, এর বাইরে কিছু নয়। এর বাইরে দাজ্জাল অদৃশ্য এক ফিতনা এবং কেয়ামতের মুহূর্ত যা আরো বেশি তিক্ত এবং মানুষকে পরীক্ষা করার জন্য আরো কঠোর।"

(চলবে)

■ **প্রধান সম্পাদক :** প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ ■ **নির্বাহী সম্পাদক :** নিশাত বদরুল ■ **অঙ্গসজ্জা :** মেটাকেভ পাবলিকেশন্স ■ সৈয়দ রশীদ আহমদ মিশন ফাউন্ডেশনের পক্ষে সৈয়দ জুনায়েদ কে দোজা কর্তৃক ৯৪, নিউ ইস্কাটন, বাংলামটর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং জিনিয়াস প্রিন্টার্স ৪৬/১ পূর্ব তেজতুরী বাজার, ফার্মগেট, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। প্রাপ্তিস্থান: বাইতুর রহিম জামে মসজিদ ও আয়েশা হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়, ১২২১/১ পূর্ব মনিপুর, মিরপুর ঢাকা।